গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ..../...............

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৩৪ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন উক্ত আইনের ধারা ৫৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।- (১) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়-

(ক) ''আইন'' অর্থ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন);

(খ) "আবেদনপত্র" অর্থ এই প্রবিধানমালার অধীন প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ নির্ধারণ বা বিদ্যমান ট্যারিফ পরিবর্তনের জন্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদনকারী কর্তৃক কমিশনে দাখিলকৃত কোন আবেদনপত্র;

(গ) "কম্প্রেসর স্টেশন" অর্থ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন, বিতরণ পাইপলাইন বা গ্যাসাধারের গ্যাসের চাপ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি ও অন্যান্য সরঞ্জামসহ স্থপনা;

(ঘ) ''কমিশন'' অর্থ আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন;

(ঙ) ''কারিগরী মূল্যায়ন টিম'' অর্থ এই প্রবিধানমালার অধীন প্রাপ্ত আবেদনপত্র মূল্যায়নের জন্য কমিশন কর্তৃক গঠিত কারিগরী মূল্যায়ন টিম;

(চ) "গ্রাহক (Customer)" অর্থ কোন প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ লাইসেন্সী যে প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন লাইসেন্সীর নিকট হইতে প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন সেবা গ্রহণ করে;

(ছ) ''চলতি মূলধন'' অর্থ কোন সেবা প্রদান শুরু হইবার এবং উক্ত সেবার মূল্য প্রাপ্তির মধ্যবর্তী সময়ে লাইসেন্সীর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নগদ অর্থ;

(জ) ''ট্যারিফ'' অর্থ প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন সেবার মূল্য হার;

(ঝ) ''ট্যারিফ শিডিউল'' অর্থ প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন সেবার মূল্য হার ও উহা প্রয়োগের শর্তাবলী সম্বলিত বিবরণী;

(ঞ) ''তফসিল'' অর্থ এই প্রবিধানমালার সহিত সংযোজিত তফসিল;

(ট) “পদ্ধতি (Methodology)” অর্থ আইনের ধারা ৩৪ এ উল্লেখিত এবং এই প্রবিধানমালার তফসিলে বর্ণিত প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালনের ট্যারিফ নির্ধারণ পদ্ধতি;

(ঠ) “ভোক্তা (Consumer)” অর্থ যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাহার আঙ্গিনা বা স্থাপনায় কোন প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ লাইসেন্সীর নিকট হইতে গ্যাস সরবরাহ পাইয়াছে;

(ড) “লাইসেন্সী” অর্থ আইনের অধীন প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালনের জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান।

(ঢ) “সিটি গেইট স্টেশন (City Gate Station or CGS)” অর্থ এমন একটি স্থান যেখানে গ্যাসের নিয়ন্ত্রণ প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন হইতে স্থানীয় প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ লাইসেন্সীর নিকট অর্পিত হয়;

৩। **ট্যারিফ নির্ধারণ বা পরিবর্তনের জন্য আবেদন ও ফিস**।- (১) আইনের ধারা ৩৪ এর বিধান অনুযায়ী, প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ নির্ধারণ বা পরিবর্তনের জন্য লাইসেন্সী কমিশনের নিকট, উপ-প্রবিধান (২) ও (৩) এর বিধানাবলী অনুসরণক্রমে, আবেদন করিতে পারিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ বর্ণিত আবেদনপত্রের সহিত কমিশন কর্তৃক, সময় সময়, এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফিস বাংলাদেশের যে কোন তফসিলী ব্যাংক হইতে কমিশনের নামে প্রদত্ত ডিমাণ্ড ড্রাফট বা পে-অর্ডার আকারে প্রদান করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রের ছয়টি মুদ্রিত প্রতিলিপি এবং দুইটি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড (Microsoft Word), একসেল (Excel) অথবা অ্যাকসেস (Access) রীতির ইলেক্ট্রনিক ফরম্যাটে সিডি/ডিভিডি রম (CD/DVD ROM) এ ধারণকৃত প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

৪। **ট্যারিফ নির্ধারণের জন্য আবেদনপত্রের সহিত সংযোজনীয় কাগজপত্র ও তথ্যাদি**।- প্রবিধান ৩ এর অধীন ট্যারিফ নির্ধারণের জন্য আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংযোজন ও তথ্যাদি প্রদান করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) আবেদনপত্রের সহিত সংযোজিত কাগজপত্রের একটি তালিকা;

(খ) প্রস্তাবিত ট্যারিফ শিডিউল অনুযায়ী সেবা কার্যক্রম শুরু করিবার প্রত্যাশিত তারিখ;

(গ) যাহাদের নিকট ট্যারিফ শিডিউল প্রেরণ করা হইবে তাহাদের নাম ও ঠিকানা;

(ঘ) যে ধরণের সেবাসমূহ প্রদান করা হইবে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং প্রত্যেকটি সেবার জন্য প্রস্তাবিত ট্যারিফ;

(ঙ) ট্যারিফ ও ট্যারিফ পরিবর্তন সম্বলিত শর্তাবলী, লাইসেন্সী ও গ্যাস বিতরণ লাইসেন্সীর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে যথাযথভাবে অর্ন্তভুক্ত হইয়াছে মর্মে একটি সার-সংক্ষেপ;

(চ) প্রস্তাবিত ট্যারিফ শিডিউল অনুযায়ী লেনদেন ও রাজস্ব আয়ের একটি প্রাক্কলিত হিসাব, উহাতে যে মাসে সেবা প্রদান শুরু হইবে তাহার অব্যবহিত পরবর্তী বার মাসে প্রদেয় সেবা ও প্রাপ্য রাজস্ব আয়ের এক বৎসরের মাসওয়ারী প্রাক্কলিত হিসাবের উল্লেখ থাকিবে;

(ছ) ট্যারিফ শিডিউলে প্রস্তাবিত রেটের ভিত্তি এবং কিভাবে উহা নির্ধারিত হইয়াছে তাহার ব্যাখ্যা;

(জ) প্রস্তাবিত রেট নির্ধারণের লক্ষ্যে যে সকল ব্যয়ের (সম্পূর্ণ ব্যয়িত, বৃদ্ধিজনিত বা অন্যবিধ) হিসাব করা হইয়াছে, উক্ত রেটের যৌক্তিকতা বিবেচনার জন্য, উহাদের বিস্তারিত বিবরণসহ একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী;

(ঝ) আবেদনকারীর বা অন্য কোন নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের একই প্রকার সঞ্চালন সেবা, আন্তঃসংযোগ বা অন্য কোন সহায়ক সেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য রেটের সহিত প্রস্তাবিত রেটের একটি তুলনামুলক বিবরণী;

(ঞ) সেবার বিস্তারিত শর্তাবলীসহ, সংশ্লিষ্ট সঞ্চালন, আন্তঃসংযোগ ও সহায়ক সেবার চুক্তিসমূহের অনুলিপি ।

৫। **ট্যারিফ পরিবর্তনের জন্য আবেদনপত্রের সহিত সংযোজনীয় কাগজপত্র ও তথ্যদি** ।- প্রবিধান ৩ এর অধীন ট্যারিফ পরিবর্তনের জন্য আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংযোজন ও তথ্যদি প্রদান করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) কালানুক্রমিক বর্ণনাসহ (historical trend) প্রস্তাবিত ট্যারিফের সার-সংক্ষেপ;

(খ) ট্যারিফ পরিবর্তনের প্রস্তাবের যৌক্তিকতা;

(গ) প্রস্তাবিত ট্যারিফ নির্ধারণে গৃহীত পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ;

(ঘ) নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উল্লেখসহ, ট্যারিফ পরিবর্তনের ফলে প্রভাবিত হইতে পারেন এইরূপ প্রতিষ্ঠানে তালিকাঃ

(অ) অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সহিত আবেদনকারীর বর্তমান সম্পর্ক; এবং

(আ) প্রস্তাবিত পরিবর্তনের পর কিরূপ সম্পর্কের উদ্ভব হইতে পারে;

(ঙ) বিগত সর্বশেষ ধারাবাহিক তিন বৎসরের নিরীক্ষিত বাৎসরিক হিসাব বিবরণী;

(চ) প্রস্তাব পেশকালীন চলতি বৎসরের সাময়িক হিসাব বিবরণী;

(ছ) বর্তমান আর্থিক অবস্থা এবং প্রস্তাবিত ট্যারিফ পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য আর্থিক অবস্থার তুলনামূলক বিবরণী;

(জ) প্রস্তাব অনুমোদিত না হইলে সম্ভাব্য আর্থিক প্রভাবের বিস্তারিত বিবরণ;

(ঝ) ট্যারিফ প্রস্তাব পেশ করার পরবর্তী বৎসরের আর্থিক পূর্বাভাস;

(ঞ) বিগত তিন বৎসরের লাভ-ক্ষতির প্রতিবেদন;

(ট) সেবার বিস্তারিত শর্তাবলীসহ, আবেদনকারীর মতে প্রস্তাব মূল্যায়নে সহায়ক হইতে পারে এইরূপ অন্য যে কোন তথ্য ।

৬। **আবেদনপত্র গ্রহণ ও পরীক্ষা** ।- (১) প্রবিধান ৩ এর অধীন কোন আবেদনপত্র প্রাপ্তির অনধিক ত্রিশ কর্মদিবসের মধ্যে কমিশন নিজে বা, উহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক গঠিত কারিগরী মূল্যায়ন টিম উক্ত আবেদনপত্র পরীক্ষা করিবে ।

(২) কমিশন, কারিগরী মূল্যায়ন টিমের পরামর্শ অনুযায়ী, প্রয়োজন মনে করিলে, আবেদনপত্র প্রাপ্তির অনধিক পনের কর্মদিবসের মধ্যে, আবেদনপত্র মূল্যায়নের জন্য অতিরিক্ত তথ্য বা কাগজপত্র আদেশ প্রাপ্তির অনধিক সাত কর্মদিবসের মধ্যে সরবরাহ বা দাখিল করিবার জন্য আবেদনকারীকে আদেশ দান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) অনুযায়ী অতিরিক্ত তথ্য বা কাগজপত্র প্রাপ্তির পর, কমিশন আবেদনপত্রের প্রাপ্তি লিপিবদ্ধ করিবে এবং কমিশনের নিয়মিত প্রশাসনিক সভায় কারিগরী মূল্যায়ন টিম কর্তৃক প্রস্তুতকৃত একটি সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করিবে। উক্ত সভায় আবেদনপত্রটি বিবেচনার জন্য গৃহীত হইলে উক্ত সভার তারিখ আবেদনপত্রটি আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হইবার তারিখ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) প্রস্তাবিত ট্যারিফ শিডিউল বা উহার অংশবিশেষ কমিশনের বিবেচনাধীন থাকাকালে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সী উক্ত ট্যারিফ শিডিউল বা উহার অংশবিশেষ পরিবর্তন করিতে পারিবে না।

৭। **মূল্যায়নের পূর্বে আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান**।- (১) প্রবিধান ৬ এর উপ-প্রবিধান (২) অনুযায়ী অতিরিক্ত তথ্য বা কাগজপত্র সরবরাহ করা না হইলে কমিশন কোন আবেদনপত্র বিবেচনার জন্য গ্রহণ করিবে না।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ বর্ণিত অবস্থায় কমিশন আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে, তবে অনুরূপ প্রত্যাখ্যানের পূর্বে আবেদনকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

৮। **গণবিজ্ঞপ্তি ও নোটিশ**।- (১) প্রবিধান ৩ এর অধীন প্রাপ্ত আবেদনপত্র যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হইলে কমিশন দুইটি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এতদ্‌সম্পর্কে একটি গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবে।

(২) আবেদনপত্র দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে অথবা উহাতে স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ পক্ষ বা পক্ষগণকে এবং যাহাদের বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হইতে পারে তাহাদিগকে কমিশন এতদ্‌সম্পর্কে যথাযথ নোটিশ প্রদান করিবে।

(৩) কমিশন নিম্নবর্ণিত যে কোন এক বা একাধিক পন্থায় উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লেখিত নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে, যথাঃ-

(ক) বাহকের মাধ্যমে হাতে হাতে প্রদান;

(খ) প্রাপ্তি স্বীকারপত্রসহ রেজিস্টার্ড ডাক বা কুরিয়ারযোগে প্রেরণ; এবং

(গ) প্রয়োজনবোধে, অন্য যে কোন পন্থায় প্রদান বা প্রেরণ।

(৪) কোন ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদান করিতে হইলে, তাহা উক্ত ব্যক্তির নিকট তাহার প্রদত্ত ঠিকানায় অথবা তিনি বা তাহার প্রতিনিধি যে স্থানে সাধারণতঃ বসবাস করেন অথবা ব্যবসায় পরিচালনা করেন অথবা অর্থ উপার্জনের জন্য কাজ করেন সেই স্থানে প্রেরণ করা যাইবে।

(৫) এই প্রবিধানের অধীন গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও নোটিশ প্রদানের ব্যয় সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী বহন করিবেন।

৯। **আবেদনকারীর সহিত যোগাযোগ**।- (১) ট্যারিফ নির্ধারণ বা বিদ্যমান ট্যারিফের পরিবর্তন বিবেচনার জন্য কমিশন কর্তৃক কোন আবেদনপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হইবার পর হইতে কমিশন কর্তৃক উহার সিদ্ধান্ত

আবেদনকারীকে লিখিতভাবে না জানানো পর্যন্ত আবেদনকারীর সহিত সকল যোগাযোগ কমিশন বা উহার প্রতিনিধি কর্তৃক লিখিতভাবে হইবে।

(২) আবেদনকারীর সহিত সকল যোগাযোগ কেবলমাত্র ব্যাখ্যা ও অতিরিক্ত তথ্য সম্ভর্কে হইবে, যাহা আবেদনকারী কমিশনকে লিখিতভাবে সরবরাহ করিবে।

১০। **পদ্ধতি (methodology) অনুযায়ী আবেদনপত্রের মূল্যায়ন**।- (১) কোন আবেদনপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হইবার পর কমিশন উহার কারিগরী মূল্যায়ন টিম দ্বারা উহা মূল্যায়নের ব্যবস্থা করিবে; তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি (methodology) অনুযায়ী আবেদনপত্র মূল্যায়ন করা হইবে।

(২) আবেদনপত্র মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য কারিগরী মুল্যায়ন টিম তদন্ত অনুষ্ঠান করিতে পারিবে এবং সাধারণভাবে উহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে; আবেদনপত্রের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় কারিগরী মূল্যায়ন টিম কমিশনে কর্মরত সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টার সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১১। **মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন**।- কারিগরী মূল্যায়ন টিম কর্তৃক আবেদনপত্র মুল্যায়নের পর উহার মূল্যায়ন প্রতিবেদন কমিশন শুনানীতে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করিতে পারিবে।

১২। **শুনানী**।- (১) প্রবিধান ১১ এর অধীন মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের অনধিক ষাট কর্মদিবসের মধ্যে কমিশন একটি শুনানীর ব্যবস্থা করিবে, যেখানে বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ ট্যারিফ আবেদনপত্র সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করিতে পারিবে এবং তাহাদিগকে সেই সম্পর্কে জেরা করা যাইবে। উক্ত শুনানী কমিশনের শুনানী প্রবিধানমালা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) কমিশন কর্মকর্তাগণ শুনানী গ্রহণ কালে আবেদনপত্র সম্পর্কে তাহাদের বিশ্লেষণ এবং কমিশন কর্তৃক গ্রহণীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে তাহাদের সুপারিশ ব্যাখ্যাসহ উহার অনুকূলে লিখিত সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করিবেন এবং সম্ভাব্য জেরার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। উক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিবন্ধিত পক্ষগণের নিকট শুনানীর তারিখের অন্ততঃ সাত কর্মদিবস পূর্বে পৌঁছাইতে হইবে। অনুরূপভাবে, কমিশন কর্মকর্তাগণ ব্যতীত অন্যান্য পক্ষ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহারা উহার অনুলিপি কমিশন ও নিবন্ধিত অন্যান্য পক্ষের নিকট শুনানীর তারিখের অন্ততঃ সাত কর্মদিবস পূর্বে পৌঁছাইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি শুনানীতে অংশগ্রহণ বা আপত্তি উত্থাপনে ইচ্ছুক হইলে অথবা আবেদনপত্র সম্পর্কে ভিন্নমত প্রকাশ করিতে চাহিলে তিনি, প্রবিধান ৮ এর অধীন গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ বা নোটিশ প্রদানের অনধিক পনের কর্মদিবসের মধ্যে, নিজ বক্তব্য বা মতামত স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত একটি মূল ও চারটি অনুলিপি আকারে, তাহার নাম, পূর্ণ ঠিকানা ও বক্তব্য বা মতামতের অনুকূলে যৌক্তিক কারণ উল্লেখসহ, কমিশনের নিকট দাখিল করিবেন।

(৪) উপ-প্রবিধান (৩) এ উল্লেখিত বক্তব্য বা মতামত কমিশন কর্তৃক, সময় সময়, এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফিসসহ দাখিল করিতে হইবে।

(৫) উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীন কোন বক্তব্য বা মতামত দাখিল করা হইলে কমিশন উহা পর্যালোচনা করিয়া দেখিবে এবং অনুরূপ বক্তব্য বা মতামত দাখিলকারী কোন ব্যক্তিকে উপযুক্ত মনে করিলে তাহাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি পক্ষ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবে; উক্ত ব্যক্তির শুনানীতে অংশগ্রহণ কমিশনের শুনানী প্রবিধানমালার বিধানাবলী অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইবে।

(৬) কমিশন কোন ব্যক্তির বক্তব্য বা মতামত শুনানী গ্রহণ ব্যতীত প্রত্যাখ্যান করিলে উক্ত ব্যক্তি তাহার বক্তব্য বা মতামতের অনুকূলে অতিরিক্ত তথ্য প্রমাণ প্রদান সাপেক্ষে শুনানীতে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে।

১৩। **শুনানী গ্রহণের পর আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান**।- (১) কোন আবেদনপত্রের উপর শুনানী গ্রহণের পর কমিশন নিম্নবর্ণিত যে কোন এক বা একাধিক কারণে উক্ত আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে, যথাঃ-

(ক) আবেদনপত্রের সহিত সংযোজিত কাগজপত্র এই প্রবিধানমালার আবশ্যকতা পূরণে ব্যর্থ হইলে;

(খ) দাখিলকৃত কাগজপত্র মূলতঃ মিথ্যা তথ্য প্রদান করিলে;

(গ) আবেদনকারী বাংলাদেশের অন্যান্য প্রচলিত আইন ভঙ্গ করিলে;

(ঘ) আইন, এই প্রবিধানমালা অথবা কমিশন কর্তৃক প্রণীত অন্য যে কোন প্রবিধানমালার অধীন আবেদনকারীর ট্যারিফ নির্ধারণ বা পরিবর্তনের জন্য আবেদন করার অধিকার না থাকিলে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন কমিশন কোন আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করিলে উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবে এবং প্রত্যাখ্যান করার তারিখ হইতে অনধিক ত্রিশ কর্মদিবসের মধ্যে তৎসম্পর্কে আবেদনকারীকে অবহিত করিবে।

(৩) কমিশন সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর শুনানী গ্রহণ বা তাহাকে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান ব্যতীত কোন আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করিবে না।

১৪। **কমিশনের সিদ্ধান্ত**।- (১) কমিশন কোন আবেদনপত্র সম্পর্কে, আগ্রহী পক্ষগণের শুনানী গ্রহণ এবং ট্যারিফ প্রস্তাবসহ সকল তথ্যাদি প্রাপ্তির পর, অনধিক নব্বই কর্মদিবসের মধ্যে, উহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং তাহা বিজ্ঞপ্তি আকারে জারী করিবে।

(২) কমিশনের সকল সিদ্ধান্ত ও আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) কমিশন কর্তৃক চূড়ান্ত আদেশ প্রদান সত্ত্বেও, কোন পক্ষ কমিশনের কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ সম্পর্কে অবহিত হইবার অনধিক ত্রিশ কর্মদিবসের মধ্যে কমিশনের নিকট উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবে; এইরূপ আবেদনপত্র ও তৎসম্পর্কে কমিশনের কার্যাবলী কমিশনের শুনানী প্রবিধানমালার বিধানাবলী অনুযায়ী নিষ্পন্ন হইবে।

(৪) কমিশনের সকল আদেশ ও সিদ্ধান্তের অনুলিপি কমিশনের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও কমিশনের সীলমোহর দ্বারা সত্যায়িত করা যাইবে।

(৫) এই প্রবিধানের অধীন যে কোন দলিল বা আদেশের অনুলিপি, কমিশন কর্তৃক, সময় সময়, এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফিসের বিনিময়ে, যে কোন ব্যক্তি সংগ্রহ করিতে পারিবে।

১৫। **ট্যারিফ কার্যকর থাকিবার মেয়াদ**।- (১) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ট্যারিফ তৎকর্তৃক প্রদত্ত আদেশে যে তারিখ নির্ধারিত হইবে সেই তারিখে কার্যকর হইবে।

(২) যতদিন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সী বা কোন প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ট্যারিফ পরিবর্তনের জন্য কমিশনের নিকট আবেদন না করিবে অথবা কমিশন স্বেচ্ছায় ট্যারিফ পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ না করিবে ততদিন পর্যন্ত কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ট্যারিফ কার্যকর থাকিবে।

(৩) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ট্যারিফ কার্যকর হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী বার মাসের মধ্যে উহা পরিবর্তনের জন্য কোন অবেদনপত্র বিবেচিত হইবে না, তবে যদি জ্বালানী মূল্যের পরিবর্তনসহ অন্য কোন পরিবর্তন আবেদনকারী প্রমাণ করিতে সক্ষম হন তাহা হইলে এই বিধান শিথিলযোগ্য হইবে।

১৬। **ট্যারিফ নির্ধারণ বা পরিবর্তন সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি**।- (১) লাইসেন্সী ট্যারিফ আবেদনপত্র সম্পর্কে কমিশন কর্তৃক প্রবিধান ১৪(১) এর অধীন প্রদত্ত সিদ্ধান্তের ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করিবে।

(২) লাইসেন্সী প্রত্যেক গ্রাহকের নিকট কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নুতন ট্যারিফ বা বিদ্যমান ট্যারিফের পরিবর্তন সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করিবে।

(৩) ট্যারিফ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, লাইসেন্সী উক্ত বিজ্ঞপ্তির সহিত বিদ্যমান ট্যারিফ শিডিউলও সংযুক্ত করিবে।

তফসিল

[প্রবিধান ১০(১) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ পদ্ধতি (Methodology)

১। **সূচনা**

১.১। প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফের এই পদ্ধতির (methodology) উদ্দেশ্য এমন একটি মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করা যাহা সঞ্চালন ট্যারিফ নির্ধারণে লাইসেন্সী কর্তৃক ব্যবহৃত হইবে। একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি বিদ্যমান থাকার কারণে লাইসেন্সী তাহার ট্যারিফ পরিবর্তনের আবেদনের সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে পূর্বেই ধারণা লাভ করিতে সক্ষম হইবে। একইভাবে বিতরণ লাইসেন্সী, ভোক্তা ও অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষও কমিশন কর্তৃক ট্যারিফ প্রস্তাব পরীক্ষার প্রতি এই ভাবিয়া আস্থাশীল থাকিবে যে, কমিশন কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতির মান পেশাদারীত্বের ভিত্তিতে নির্ণীত হইয়াছে। এইরূপ মান নির্ণয়ের ফলে কমিশন কর্মকর্তাগণকে ট্যারিফ আবেদন পরীক্ষার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ভিত্তি প্রদান করে। প্রাকৃতিক গ্যাস কনডেনসেট (condensate) পরিবহনের জন্য একটি পৃথক ট্যারিফ পদ্ধতি (methodology) থাকিবে।

১.২। সঞ্চালন সেবা সবিরাম না অবিরাম হইবে তাহা বাছাইয়ের সুযোগ সঞ্চালন লাইসেন্সীকে তাহার প্রয়োজন অনুসারে কেইস ভিত্তিতে প্রদান করা হইবে।

১.৩। প্রত্যেক সঞ্চালন লাইসেন্সী তাহার ট্যারিফ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী প্রকাশ করিবে, যাহা সকল পক্ষের নিকট সহজলভ্য হইবে এবং যাহাতে সেবার রেট, স্থায়ী প্রকৃতির কোন চার্জ, এবং সেবা প্রদান, সেবার অবসান, বিলম্ব মাশুল, বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া প্রভৃতি সম্পর্কে যথাযথ নিয়ম ও শর্তাবলীর উল্লেখ থাকিবে।

১.৪। প্রত্যেক প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন লাইসেন্সী প্রাকৃতিক গ্যাস পরিবহনকারী সকল পক্ষের সহিত সঞ্চালন চুক্তি সম্পাদন করিবে এবং পরিবহনকারী পক্ষগণ নিজেদের মধ্যেও অনুরূপ চুক্তি সম্পাদন করিবে। কারিগরী ক্ষতি (technical loss) বাদ দিয়া যে পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ করা হইবে চুক্তিতে উহার উল্লেখ থাকিবে। কমিশন উহার বিবেচনায় যে পরিমাণ যথাযথ মনে করিবে সেই পরিমাণ কারিগরী ক্ষতি (technical loss) অনুমোদন করিবে।

১.৫। সঞ্চালন লাইসেন্সীর প্রত্যেক গ্রাহক প্রতি মাসে একটি বিস্তারিত বিল পাইবে।

২। **প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন সেবার রেট**

২.১। **সার-সংক্ষেপ**

২.১.১। এই পদ্ধতিতে নির্ধারিত রেট গ্রহককে স্বল্পতম ব্যয়ে সেবা প্রদান করিবে, লাইসেন্সীর জন্য তাহার সকল পরিচালন ব্যয় সঙ্কুলানের উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত রাজস্ব আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করিবে, লাইসেন্সীর পরিচালন ব্যবস্থার ক্রমাগত উন্নয়ন সাধন করিবে, এবং বিনিয়োগের জন্য মূলধন আকর্ষণ করিবে। কস্ট অব সার্ভিস (cost of service) নামে অভিহিত একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে

এই রেট নির্ণয় করা হয়। মূলতঃ সঞ্চালন কোম্পানীর জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্বের পরিমাণ হিসাব করিয়া বিদ্যমান রাজস্বের সহিত উহার তুলনা করা হয়। অতঃপর প্রযোজ্য করের সহিত সমন্বয়পূর্বক রাজস্ব-বৃদ্ধি নির্ধারণ করা হয়। বিদ্যমান রাজস্বের সহিত উক্ত রাজস্ব-বৃদ্ধি যোগ করিয়া যোগফলকে যাচাই বর্ষে (Test Year) সঞ্চালিত গ্যাসের মোট ইউনিট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিয়া সঞ্চালন রেট নির্ধারণ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় সকল সঞ্চালন বা পরিবহন সেবার জন্য অভিন্ন রেট নির্ধারিত হয়।

২.২ **যাচাই বর্ষ (Test year)**

২.২.১। যাচাই বর্ষ (Test Year) একটি প্রমিত (standardized) মেয়াদ যাহা রেট নির্ধারণের জন্য অভিন্ন উপাত্ত প্রদান করে। আবেদনকারী এই মেয়াদের ভিত্তিতে কোম্পানীর উপাত্ত সংকলন করে। যাচাই বর্ষের উপাত্তের ভিত্তিতেই কমিশনের বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পন্ন হয়।

২.২.২। যাচাই বর্ষ বার মাসের একটি মেয়াদকাল যাহার পূর্ণাঙ্গ উপাত্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। এই মেয়াদকালের সংকলিত উপাত্তের ভিত্তিতে কমিশন কর্মকর্তাগণ রেট ও ট্যারিফ আবেদনের আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করিয়া দেখেন উহা কতখানি যুক্তিসঙ্গত। কমিশন উহার নিকট দাখিলকৃত সঞ্চালন ট্যারিফ রেট আবেদনপত্রের জন্য ৩০ জুন সমাপ্য সাম্প্রতিকতম অর্থ বৎসরকে যাচাই বর্ষ হিসাবে গ্রহণ করে। যেক্ষেত্রে কোন সঞ্চালন আবেদনকারীর পূর্ব পরিচালন অভিজ্ঞতা নাই সেইক্ষেত্রে কমিশন একটি অর্থ বৎসরের সর্বোত্তম প্রাক্কলিত হিসাব বিবেচনা করিবে।

২.৩। **রাজস্ব চাহিদা (Revenue requirement)**

২.৩.১। **সার-সংক্ষেপ**

২.৩.১.১। কোন সঞ্চালন লাইসেন্সী যে পরিমাণ আয় দ্বারা তাহার পরিচালন অব্যাহত রাখিতে, বিনিয়োগের জন্য মূলধন আকৃষ্ট করিতে এবং সর্বোপরি গ্রাহকদের স্বল্পতম ব্যয়ে সেবা প্রদান করিতে সক্ষম তাহাই রাজস্ব চাহিদা।

২.৩.১.২। রিটার্ণ অন রেট বেজ (return on rate base) এবং সঞ্চালন প্রতিষ্ঠানের মোট বার্ষিক পরিচালন ব্যয়ের সমষ্টি মোট বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা।

মোট বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা = রিটার্ন অন রেট বেজ + মোট ব্যয়

২.৩.১.৩। রেট নিরূপণের ক্ষেত্রে, কস্ট অব সার্ভিস (cost of service) নামে অভিহিত একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা নিরূপণ করা হয়। বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা যাচাই বর্ষের উপাত্তের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয। বর্তমান রাজস্বের সহিত তুলনা করিয়া উহার সহিত একটি রাজস্ব-বৃদ্ধি যোগ করা হয়। রাজস্ব-বৃদ্ধি বলিতে রাজস্ব চাহিদা অর্জনের জন্য সঞ্চালন প্রতিষ্ঠানের যে পরিমাণ অতিরিক্ত রাজস্বের প্রয়োজন তাহা বুঝায়। যেহেতু রাজস্ব-বৃদ্ধিও করযোগ্য, তাই প্রতিষ্ঠানটি যাহাতে রাজস্ব চাহিদা অর্জনকল্পে

প্রয়োজনীয় নীট আয় অর্জন করিতে পারে তজ্জন্য করের প্রভাব কাটাইয়া উঠার জন্য রাজস্ব-বৃদ্ধির পরিমাণ বাড়ানো হয় এবং তাহা করা হয় "গ্রস আপ" (gross up) ফ্যাক্টরের মাধ্যমে, যাহা রেভেনিউ কনভার্শন ফ্যাক্টর নামে অভিহিত। রাজস্ব-বৃদ্ধির পরিমান একবার নির্ধারিত হইলে, যাচাই বর্ষের মোট রাজস্ব চাহিদা অর্জনের লক্ষ্যে উহাকে বর্তমান রাজস্বের সহিত যোগ করা হয়। অতঃপর সঞ্চালন রেট নির্ণয়ের জন্য উহাকে যাচাই বর্ষে সঞ্চালিত গ্যাসের মোট ইউনিট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হয়।

২.৩.২। **রেট বেজ বা কোয়ালিফাইং অ্যাসেটস (Rate base or Qualifying assets)**

২.৩.২.১। **সার-সংক্ষেপ**

২.৩.২.১.১। সঞ্চালন লাইসেন্সীর রেট বেজ বলিতে তাহার ব্যবহৃত ও ব্যবহার্য সম্পদের অবচয়িত মূল্য এবং রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের সমষ্টিকে বুঝায়।

রেট বেজ = ব্যবহৃত ও ব্যবহার্য সম্পদের অবচয়িত মূল্য + রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল

২.৩.২.২। **ব্যবহৃত ও ব্যবহার্য সম্পদ (Used and Useful Assets)**

২.৩.২.২.১। একটি গ্যাস সঞ্চালন প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সম্পদ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত: ইনট্যানজিবল প্লান্ট (intangible plant), সঞ্চালন প্লান্ট (transmission plant) এবং জেনারেল প্লান্ট (general plant)। প্লান্টের যথাযথ হিসাব কোড ও সংজ্ঞা ইত্যাদি কমিশনের অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি (যখন প্রণীত হইবে) অনুযায়ী ব্যবহৃত হইবে।

২.৩.২.২.১.১। ইনট্যানজিবল প্লান্ট, প্রতিষ্ঠান, লাইসেন্স ও অনুমতি এবং বিবিধ অদৃশ্যমান প্লান্ট সমন্বয়ে গঠিত।

২.৩.২.২.১.২। প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন প্লান্টের অন্তর্ভুক্ত সম্পদসমূহ নিম্নরূপ, যথাঃ- ভূমি ও ভূমি অধিকার, পথের অধিকার, অবকাঠামো ও উহার উন্নয়ন, সঞ্চালন পাইপলাইন, ভাল্‌ভ স্টেশন, কমপ্রেসর স্টেশনের যন্ত্রপাতি, মিটারিং ও রেগুলেটিং স্টেশনের যন্ত্রপাতি, গ্যাস ম্যানিফোল্ড স্টেশন যন্ত্রপাতি, কন্ট্রোল প্যানেল, ক্যাথোডিক প্রটেকশন যন্ত্রপাতি, পিগ লঞ্চিং ও রিসিভিং (pig launching & receiving) স্টেশন, স্কাডা ও টেলিকমিউনিকেসন (SCADA & Telecommunication) যন্ত্রপাতি, এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি।

২.৩.২.২.১.৩। জেনারেল প্লান্টের অন্তর্ভুক্ত সম্পদসমূহ নিম্নরূপ, যথা ঃ-অফিস অবকাঠামোর ভূমি ও ভূমি অধিকার, অবকাঠামো ও উহার উন্নয়ন, অফিস আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি, পরিবহন যন্ত্রপাতি, ভাণ্ডার যন্ত্রপাতি, যন্ত্র (tool), ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক আউট স্টেশন, জেনারেটর, যোগাযোগ যন্ত্রপাতি, বিবিধ যন্ত্রপাতি, এবং অন্যান্য দৃশ্যমান সম্পদ।

২.৩.২.২.২। নূতন সম্পদ যখন ব্যবহৃত বা ব্যবহার্য হইবে তখন উহা রেট নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সম্পদ মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত হইবে, এবং উহার প্রকৃত সংগ্রহ ব্যয়/মূল্য উহার মূল্যরূপে নির্ধারিত হইবে।

২.৩.২.২.৩। অবচয় একটি প্রক্রিয়া যদ্দ্বারা অবচয়যোগ্য সম্পদের সংগ্রহ ব্যয়কে নীট স্যালভেজ ভ্যাল্যুর (net salvage value) সহিত সমন্বয় পূর্বক, একটি নিয়মানুগ ও যৌক্তিক উপায়ে উক্ত সম্পদের স্বাভাবিক ব্যবহারোপযোগী আয়ুষ্কালের উপর বন্টন করিয়া দেওয়া হয়।

২.৩.২.২.৩.১। সংযোজন ও উন্নয়নের প্রকৃত সংগ্রহ ব্যয় সংশ্লিষ্ট সঞ্চালন প্লান্টের (plant) বিপরীতে হিসাবভুক্ত করা হইবে। কোন সঞ্চালন প্লান্ট সম্পদের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা লোপ পাইলে, নীট স্যালভেজ ভ্যাল্যু (net salvage value) ব্যতীত, অপসারণ ব্যয়সহ পুঞ্জীভূত অবচয় রিজার্ভের বিপরীতে উহার প্রকৃত সংগ্রহ ব্যয় সমন্বয় করিতে হইবে। রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও ছোটখাট জিনিসের প্রতিস্থাপন ব্যয় পরিচালন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

২.৩.২.২.৩.২। ট্যারিফ রেট প্রণয়নের জন্য প্রতিষ্ঠানের হিসাব রক্ষণের উদ্দেশ্যে সকল জন-উপযোগ প্রতিষ্ঠান সম্পদের ক্ষেত্রে একটি সরল স্ট্রেইট লাইন অবচয় পদ্ধতি (straight-line depreciation method) প্রয়োগ করা কমিশন আবশ্যক মনে করে। সম্পদের ব্যবহারোপযোগী বা প্রমিত আয়ুষ্কাল বাংলাদেশ একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (Bangladesh Accounting Standard) এবং কমিশন যেরূপ স্থির করিবে সেইরূপ অবচয় তফসিল অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

২.৩.২.২.৩.৩। চলতি সম্পদের বর্তমান বুক ভ্যাল্যুর (book value) উপর স্থিরকৃত অবচয় খরচ হিসাবে মোট ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে, এবং সম্পদ মূল্যায়নের পরবর্তী কোন সংশোধনের ভিত্তিতে উহার পুনর্মূল্যায়ন হইবে না।

২.৩.২.২.৩.৪। ট্যারিফ পরিবর্তনের জন্য আবেদন করিবার সময় প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন লাইসেন্সী নিম্নবর্ণিত তথ্য সম্বলিত একটি তফসিল দাখিল করিবে, যথাঃ- সম্পদের প্রকৃত সংগ্রহ ব্যয়, পুঞ্জীভূত অবচয়, অবচয় বাবদ হ্রাস করার পর সম্পদের নীট মূল্য, এবং যাচাই বর্ষের জন্য ট্যারিফ রেটের আবেদনপত্রে যে পরিমাণ অবচয় অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

২.৩.২.৩ রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল (Regulatory Working Capital)

২.৩.২.৩.১। সার-সংক্ষেপ

২.৩.২.৩.১.১। রেট বেজ (rate base) এর সর্বশেষ প্রধান উপাদান রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল (regulatory working capital)। সঞ্চালন লাইসেন্সীর ট্যারিফ রেট পরিকল্পনায় "রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল" কথা সাধারণ হিসাব বিজ্ঞানের "ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল" কথা হইতে ভিন্ন অর্থ বহন করে। রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বলিতে বুঝায়, লাইসেন্সীর দৈনন্দিন পরিচালন ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ যোগান দেওয়ার প্রয়াস এবং প্লান্ট-বহির্ভুত বিভিন্ন প্রকারের বিনিয়োগ যাহা লাইসেন্সীর চলমান পরিচালন অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয়। প্রকৃতপক্ষে, ইহা লাইসেন্সীর স্বাভাবিক পরিচালন তহবিল যাহার জের মাস হইতে মাসান্তরে চলিতে থাকে।

২.৩.২.৩.১.২। ইহা নগদ চলতি মূলধন (cash working capital), মওজুদ মালামাল ও সরবরাহ (materials and supplies inventory) এবং কোন অগ্রিম প্রদত্ত অর্থ থাকিলে উহার সমষ্টি।

সঞ্চালন রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল = নগদ চলতি মূলধন + মওজুদ মালামাল ও সরবরাহ + অগ্রিম প্রদত্ত অর্থ

২.৩.২.৩.২। নগদ চলতি মুলধন (Cash Working Capital)

২.৩.২.৩.২.১। নগদ চলতি মূলধন বলিতে বুঝায়, সেবা প্রদানের জন্য যখন হইতে অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন তখন হইতে, সেবার বিনিময়ে যখন অর্থ পাওয়া যাইবে তখন পর্যন্ত মেয়াদকালে পরিচালন ব্যয় নির্বাহ, নগদ জেরের ঘাটতি পূরণ এবং অনুরূপ অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য লাইসেন্সী প্রদত্ত নগদ অর্থ।

২.৩.২.৩.২.২। সূত্র অনুযায়ী, এক বৎসরের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের ১/৬ অংশ (মোটামুটি ষাট দিনের ব্যয়ের পরিমাণ) লাইসেন্সীর নগদ চলতি মূলধন থাকিবে। সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত স্বাভাবিক একচেটিয়া (natural monopoly) ব্যবসার ক্ষেত্রে, এই হিসাবে সেবার বিনিময়ে অর্থ প্রাপ্তির পূর্বেই সেবার জন্য খরচের গড় হিসাব নির্ণয় করা হয় যাহা সেবার বিনিময়ে অর্থ প্রাপ্তির পূর্বে পরিচালনের জন্য লাইসেন্সীকে ব্যয় করিতে হইবে।

$$\text{নগদ চলতি মূলধন} = \frac{১}{৬} \times \text{(বার্ষিক পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়)}$$

২.৩.২.৩.৩। **মওজুদ মালামাল ও সরবরাহ (Matrials and Supplies Inventory)**

২.৩.২.৩.৩.১। মওজুদ মালামাল ও সরবরাহ বলিতে বুঝায় সেবা প্রদানের জন্য দৈনন্দিন চাহিদা পূরণকল্পে লাইসেন্সীর প্রয়োজনীয় মালামাল ও সরবরহ মূল্য (inventory value)।

২.৩.২.৩.৩.২। এই উদ্দেশ্যে, যাচাই বর্ষের জন্য বার মাসের গড় ব্যবহৃত হয়।

মওজুদ মালামাল ও সরবরাহের মূল্য = (মওজুদ মালামাল ও সরবরাহের বার মাসের মোট মূল্য) ÷১২

২.৩.২.৩.৪। **অগ্রিম প্রদান (Prepaymants)**

২.৩.২.৩.৪.১। যে সময়ের জন্য প্রযোজ্য সেই সময়ের পূর্বে কোন অর্থ প্রদান করা হইলে তাহাকে অগ্রিম প্রদান বলে। অগ্রিম ভাড়া, বীমা ও কর ইত্যাদি ইহার অন্তর্ভুক্ত। মওজুদ মালামাল ও সরবরাহের ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত মানদণ্ড অনুযায়ী সাধারণতঃ ইহার পরিমাণ নির্ণীত হয়।

২.৩.২.৩.৪.২। গড় মাসিক পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য একাধিক যাচাই বর্ষের তথ্য পর্যালোচনা করিতে হইবে। কারণ, কোন কোন অগ্রিম ব্যয় (যেমন, অগ্রিম প্রদত্ত বীমার কিস্তি) প্রায়শঃ এক বৎসরের অধিক সময়ের জন্য হইয়া থাকে। কোন একক খাতের অগ্রিম প্রদান যত দীর্ঘ সময়ের জন্য হউক না কেন, অগ্রিম প্রদত্ত অর্থসমূহ যোগ করিয়া যাচাই বর্ষের জন্য উহার গড় করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ, কোন যাচাই বর্ষে যদি বীমার অর্থ তিন বৎসরের জন্য অগ্রিম প্রদান করা হয়, তাহা হইলে প্রদত্ত মোট অর্থের পরিমাণকে তিন দ্বারা ভাগ করিতে হইবে এবং ট্যারিফ রেটের উদ্দেশ্যে, ভাগফল বার্ষিক অগ্রিম প্রদানের পরিমাণরূপে গণ্য হইবে। অতঃপর চলতি মূলধনের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে অগ্রিম প্রদানসমূহের মাসিক গড় মূল্য বাহির করিবার জন্য উহাকে বার মাস দ্বারা ভাগ করিতে হইবে।

২.৩.২.৩.৪.৩। প্রদত্ত অগ্রিম আয়কর একটি অগ্রিম-প্রদান (Prepayments) যাহা রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল-এর অন্তর্ভুক্ত। আমদানীকৃত পণ্যের চালান মূল্যের উপর নির্ধারিত হারে অগ্রিম আয়কর প্রদান করা হয়, এবং ত্রৈমাসিক প্রাক্কলনের নিয়মিত সমন্বয়ের ভিত্তিতে প্রতি তিন মাস অন্তর অগ্রিম আয়কর সরকারকে প্রদান করা হয়। রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল-এর উদ্দেশ্যে, লাইসেন্সী অগ্রিম প্রদত্ত আয়করের একটি অংশ ফেরত পাইতে পারে। রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল-এর পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে লাইসেন্সীর অগ্রিম পরিশোধিত আয়করের একটি অংশ অন্তর্ভুক্ত হইবে। রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল-এ অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য, লাইসেন্সী যাচাইবর্ষে পরিশোধিত অগ্রিম আয়করের ১/১২ অংশ যোগ করিবে।

২.৩.৩। রেট অব রিটার্ণ অন অ্যাসেটস (Rate of Return on Assets)

২.৩.৩.১। সার-সংক্ষেপ

২.৩.৩.১.১। কোয়ালিফাইং (qualifying) সম্পদের উপর সঞ্চালন রেট অব রিটার্ণ (transmission rate of return) মূলধনের ভারিত গড় ব্যয় (weighted average cost of capital) হিসাবে নিম্নোক্ত সূত্র অনুযায়ী নির্ণয় করা হইবে ঃ

$$\text{অ্যাভারেজ কস্ট অব ক্যাপিটাল} = \frac{[(\text{ইকুইটি মূলধন} \times \text{ইকুইটির শতকরা হার}) + (\text{ঋণ মূলধন} \times \text{ঋণের শতকরা হার})]}{(\text{ইকুইটি মূলধন} + \text{ঋণ মূলধন})}$$

যেখানে ঃ

“ইকুইটির শতকরা হার” হইতেছে কোম্পানীর ইকুইটি মূলধনের উপর রেট অব রিটার্ণ (rate of return) যাহা পরবর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে নির্ণয় করা হয়।

“ঋণের শতকরা হার” হইতেছে ঋণ মূলধনের সুদের হারের হিসাবকৃত ভারিত মুল্য (weighted value) যাহা ইকুইটির উপর রেট অব রিটার্ণ সম্পর্কিত অনুচ্ছেদের পরবর্তী অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্ণয় করা হয়।

২.৩.৩.২। রিটার্ণ অন ইকুইটি (Return on Equity)

২.৩.৩.২.১। ইকুইটি মূলধনের উপর রেট অব রিটার্ণ (rate of return) ইকুইটির ভারিত গড় (weighted average of equity) হিসাবে নিম্নের সূত্র অনুযায়ী নির্ণীত হইবে ঃ

$$\text{ইকুইটির শতকরা হার} = \frac{[(\text{কমন স্টক পরিমাণ} \times \text{লভ্যাংশের হার}) + (\text{অবশিষ্ট ইকুইটির পরিমাণ} \times \text{নন-স্টক রেট})]}{(\text{কমন স্টক পরিমাণ} + \text{অবশিষ্ট ইকুইটি পরিমাণ})}$$

২.৩.৩.২.২। কমন স্টকের (common stock) ক্ষেত্রে, যাচাই বর্ষে অপরিশোধিত কমন স্টকের পরিমাণকে যাচাই বর্ষে প্রদত্ত সর্বশেষ লভ্যাংশের হার দ্বারা গুণ করা হয়।

২.৩.৩.২.৩। সঞ্চালন লাইসেন্সীর নিকট বিদ্যমান অবশিষ্ট ইকুইটির ক্ষেত্রে, যদি উহা সরকারের মালিকানাধীন হয়, তাহা হইলে সরকারের ঋণের হার ব্যবহৃত হইবে।

২.৩.৩.২.৪। সরকারের সম্পূর্ণ বা আংশিক মালিকানাধীন লাইসেন্সীর ক্ষেত্রে, অবশিষ্ট ইকুইটির কস্ট অব ক্যাপিটাল (cost of capital) সরকারের কস্ট অব ক্যাপিটালের সমান হইবে। রেট প্রণয়নের উদ্দেশ্যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিলাম অনুসারে, দুই বৎসর মেয়াদী বাংলাদেশ ট্রেজারী বিলের জন্য সাম্প্রতিকতম ট্রেজারী বিলের নিলাম রেট ব্যবহৃত হইবে।

২.৩.৩.২.৫। যদি লাইসেন্সী বেসরকারী মালিকানাধীন সঞ্চালন কোম্পানী হয় যাহার ক্ষেত্রে কমিশনের প্রবিধান প্রযোজ্য, তাহা হইলে অবশিষ্ট ইকুইটি রেট নিম্নবর্ণিত আলোচনা অনুযায়ী নির্ণীত হইবে।

২.৩.৩.২.৬। রিটার্ণ অন ইকুইটি (return on equity) নির্ণয়ে কমিশন ক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইসিং মডেল (Capital Asset Pricing Model, CAPM) পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার প্রদান করে। ইহাতে ধরিয়া রওয়া হয় যে, কস্ট অব ইকুইটি হইল ঝুঁকিমুক্ত রেট অব রিটার্ণ এবং বিনিয়োগকারীদেরকে বাজার ঝুঁকির (market risk) ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রদত্ত রিটার্ণের সমষ্টি। ইহা সাধারণভাবে ‘‘বেটা’’ (Beta) নামে অভিহিত। সামগ্রিক মার্কেট রিটার্ণের (market return) সহিত স্টক রিটার্ণ (stock retrurn) যে পরিমাণ উঠানামা করে ‘বেটা’ তাহা নির্দেশ করে। একজন লাইসেন্সীর স্টকের অতীত রিটার্ণ (stock’s historical returns) মার্কেট রিটার্ণের সহিত তুলনা করা হয় এবং ঝুঁকির পরিমাণ নির্ধারিত হয়।

২.৩.৩.২.৭। ট্যারিফ রেট পরিবর্তনের জন্য আবেদনকারী লাইসেন্সীর দায়িত্ব হইবে ইকুইটির উপর একটি রেট অব রিটার্ণ প্রস্তাব করা এবং উক্ত ইকুইটি রেটের যথার্থতা প্রমাণের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করা। কমিশন উহার কর্মকর্তাদের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এবং গণশুনানীতে উপস্থাপিত সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনাক্রমে উক্ত ইকুইটি রেট নির্ধারণ করিবে।

২.৩.৩.২.৮। ইকুইটির উপর রিটার্ণ নির্ধারণের অন্যান্য পদ্ধতি হইল ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো (discounted cash flow), রিস্ক প্রিমিয়াম অ্যাপ্রোচ (risk primium approach) এবং কমপেয়ারেবল আর্নিংস অ্যাপ্রোচ (comparable earnings approach)।

২.৩.৩.২.৮.১। ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো (discounted cash flow) হইল ভবিষ্যতে কোন স্টকের যে মূল্য পাওয়া যাইবে উহার বর্তমান মুল্যমান। এই পদ্ধতি প্রয়োগের জটিলতা এই যে, ইহাতে বিনিয়োগকারীর প্রত্যাশা অনুযায়ী একটি মুল্য নির্ধারণ করিতে হয়। যদি লাইসেন্সীর স্টক প্রকাশ্যে কেনা-বেচা না হয় অথবা নূতন কেনা-বেচা হয়, তাহা হইলে ইহা একটি ধারণা-নির্ভর (subjective) সিদ্ধান্ত হইয়া পড়ে।

২.৩.৩.২.৮.২। রিস্ক প্রিমিয়াম (risk primium) পদ্ধতিও একটি সচরাচর ব্যবহৃত পদ্ধতি। ইহাতে ধরিয়া লওয়া হয় যে, ইকুইটির রেট অব রিটার্ণ ঋণের রেট অব রিটার্ণ অপেক্ষা বেশী হইবে। কস্ট অব ইকুইটি (cost of equity) হইল দীর্ঘমেয়াদী ডেট কস্ট এবং রিস্ক প্রিমিয়ামের সমষ্টি। রিস্ক প্রিমিয়াম নির্ধারণও অতীত স্টক রেকর্ডের ভিত্তিতে হইয়া থাকে।

২.৩.৩.২.৮.৩। কমপেয়ারেবল আর্নিংস অ্যাপ্রোচ (comparable earnings approach) পদ্ধতিতে অন্যান্য লাইসেন্সীর একটি গ্রুপ নমুনা সংগৃহীত এবং ইকুইটি রিটার্ণের উপর একটি যৌগিক রেট (composite rate) নির্ধারণ করিয়া লাইসেন্সী কর্তৃক প্রস্তাব পেশ করা। এইক্ষেত্রেও, একইরূপ ইকুইটি রেট কার্যধারার রেকর্ড (records of similar equity rate proceedings) এবং ফলাফলের প্রয়োজন হয়।

২.৩.৩.২.৯। কমিশন উল্লিখিত সকল পদ্ধতিতেই ট্যারিফ আবেদন বিবেচনা করিবে তবে ঝুঁকিমুক্ত রেট অব রিটার্ণ এবং বাজার ঝুঁকির (market risk) বিবেচনায়, ক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইসিং মডেলের (Capital Asset Pricing Model) অনুরূপ পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবে। রেট অব রিটার্ণ প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিষয়াদি প্রমাণ করার দায়িত্ব লাইসেন্সীর উপর বর্তাইবে।

২.৩.৩.২.১০। রেট পরিবর্তনের জন্য আবেদনকারী সঞ্চালন লাইসেন্সীর দায়িত্ব হইবে নন-স্টক ইকুইটির উপর একটি রেট অব রিটার্ণ প্রস্তাব করা এবং উক্ত রেটের যথার্থতা প্রমাণের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করা। কমিশন উহার কর্মকর্তাদের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এবং গণশুনানীতে উপস্থাপিত সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনাক্রমে উক্ত ইকুইটি রেট নির্ধারণ করিবে। আংশিক সরকারী মালিকানাধীন লাইসেন্সীর জন্য, সঞ্চালন প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত ও অনুমোদিত সুপারিশের অবর্তমানে, কমিশন কেবলমাত্র যাচাই বর্ষে অনুষ্ঠিত দুই বৎসর মেয়াদী নোটের সাম্প্রতিকতম ট্রেজারী বিলের নিলাম রেট গ্রহণ করিবে। যাচাই বর্ষে কোন নিলাম অনুষ্ঠিত না হইয়া থাকিলে, যাচাই বর্ষের পূর্বে সর্বশেষ অনুষ্ঠিত উক্তরূপ নিলামে যে হার বিদ্যমান ছিল তাহা গৃহীত হইবে।

২.৩.৩.৩। **রিটার্ণ অন ডেট (Return on Debt)**

২.৩.৩.৩.১। ঋণ মূলধনের সুদের হারের ভারিত মূল্য (weighted value) এর উপর রিটার্ণ রেট নিম্নের সূত্র অনুযায়ী নির্ণীত হইবেঃ

$$\textbf{ঋণের হার \%} = \frac{[(\text{দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ} \times \text{ঋণের হার}) + (\text{প্রেফার্ড স্টক পরিমাণ} \times \text{লভ্যাংশের হার})]}{(\text{দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ} + \text{প্রেফার্ড স্টক পরিমাণ})}$$

২.৩.৩.৩.২। যদি ভিন্ন ভিন্ন সুদের হারের অনেকগুলি দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ থাকে, অথবা ভিন্ন ভিন্ন লভ্যাংশের হারের অনেকগুলি প্রেফার্ড স্টকের (prefered stock) ইস্যু থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য একইরূপ ভারিত ব্যয় (weighted cost) হিসাব করিতে হইবে।

২.৩.৩.৩.৩। দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের হারের ক্ষেত্রে, সম্পূর্ণ সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রয়োগকৃত ঋণের হার ব্যবহার করিবে, এমনকি ঋণ তহবিল যদি দাতা সংস্থার নিম্নতর হারের ঋণ হইতেও সংগৃহীত হইয়া থাকে।

২.৩.৩.৩.৪। উক্ত হিসাবে ঋণের বকেয়া পরিমাণ (বা অপরিশোধিত পরিমাণ) ব্যবহৃত হইবে, ঋণের আসল পরিমাণ নহে।

২.৩.৩.৩.৫। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের একটি সার-সংক্ষেপ প্রদান করিবে, যাহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকিবে, যথা ঃ- উক্ত দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের উৎস ও তারিখসহ মূল ঋণের পরিমাণ, পুঞ্জিভূত মূল ঋণ পরিশোধের পরিমাণ, যাচাই বর্ষের যে মেয়াদে ঋণ প্রযোজ্য ছিল সেই মেয়াদ, সুদের হার, যাচাই বর্ষে পরিশোধিত সুদের পরিমাণ, যাচাই বর্ষে পরিশোধিত মূল ঋণের পরিমাণ এবং যাচাই বর্ষের পূর্ববর্তী অর্থবৎসরে পরিশোধিত সুদের পরিমাণ।

২.৩.৩.৪ । **ওভারঅল রেট অব রিটার্ণ (Overall Rate of Return)**

২.৩.৩.৪.১ । এই অনুচ্ছেদের প্রথম অংশে বর্ণিত রেট অব রিটার্ণ হিসাব করার মৌলিক সূত্র সরকারী বা বেসরকারী মালিকানাধীন সঞ্চালন কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। সূত্রটি পুনরুল্লিখিত হইল ঃ

$$\text{অ্যাভারেজ কস্ট অব ক্যাপিটাল} = \frac{[(\text{ইকুইটি মূলধন X ইকুইটির শতকরা হার}) + (\text{ঋণ মূলধন X ঋণের শতকরা হার})]}{(\text{ইকুইটি মূলধন} + \text{ঋণ মূলধন})}$$

২.৩.৩.৪.২ । এই রেট অব রিটার্ণ সঞ্চালন প্রতিষ্ঠানকে উহার বিনিয়োগের উপর মুনাফা অর্জনের সুযোগ প্রদান করিবে, যাহা উহার দীর্ঘমেয়াদী ঋণের দায় পরিশোধ এবং মূলধন সৃষ্টির সামর্থ্যের জন্য যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে ।

২.৩.৪ । **মোট ব্যয় (Total Costs)**

২.৩.৪.১ । **সাধারণ আলোচনা**

২.৩.৪.১.১ । মোট ব্যয় হইল নিম্নবর্ণিত ব্যয়সমূহের সমষ্টি, যথা ঃ- লাইসেন্সীর সঞ্চালন ব্যবস্থার পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, সংশ্লিষ্ট ট্যারিফ রেট বৎসরে হিসাবভুক্তির জন্য ব্যবহৃত ও ব্যবহার্য সম্পদের স্ট্রেইট লাইন পদ্ধতিতে হিসাবকৃত অবচয় (depreciation) ব্যয়, কর, এবং লাইসেন্সীর সঞ্চালন ব্যবস্থা পরিচালন সংক্রান্ত অন্য যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যয়, যাহা নিম্নের সূত্রটিতে প্রদর্শিত হইয়াছে ঃ

মোট ব্যয় = পরিচালন ও রক্ষাণাবেক্ষণ ব্যয় + অবচয় + আয়কর ও অন্যান্য কর

২.৩.৪.১.২ । বাংলাদেশ একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (Bangladesh Accounting Standard) এবং অভিন্ন হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি (Uniform System of Accounts), যখন প্রণীত হইবে, ভিত্তিতে ব্যয়সমূহের হিসাব নির্ণীত হইবে ।

২.৩.৪.১.৩ । প্রতিটি ট্যারিফ আবেদনের জন্য ব্যয়ের হিসাব বার মাসের প্রকৃত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পস্তুত করিতে হইবে ।

২.৩.৪.১.৪ । কমিশন কর্তৃক যথাযথ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার স্বার্থে, ট্যারিফ নিরূপণের জন্য সকল ব্যয়ের যতদূর সম্ভব বিস্তারিত হিসাব উল্লেখ করিতে হইবে ।

২.৩.৪.১.৫ । পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ব্যবসায়ের সেই সকল ব্যয় যাহা সেবা প্রদানের সহিত সরাসরি জড়িত বা উহা হইতে উদ্ভূত এবং সেবার ব্যবস্থাদি রক্ষণাবেক্ষণ জনিত ব্যয় ।

২.৩.৪.১.৬ । সম্পদের বর্তমান বুক ভ্যাল (current book value) অনুযায়ী, ধার্যকৃত চলতি অবচয়ের পরিমাণ একটি ব্যয় হিসাবে মোট ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে, এবং পরবর্তীতে সম্পদের পুনর্মূল্যায়ন হইলেও উক্ত ধার্যকৃত অবচয়ের পরিবর্তন হইবে না ।

২.৩.৪.১.৭ । সকল প্রযোজ্য কর কস্ট অব সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত হইবে ।

২.৩.৪.২। **পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় (Operation and Maintenance Expenses)**

২.৩.৪.২.১। পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ব্যবসায়ের সেই সকল ব্যয় যাহা সেবা প্রদানের সহিত সরাসরি জড়িত বা উহা হইতে উদ্ভূত এবং সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়।

২.৩.৪.২.২। সঞ্চালন প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কয়েকটি প্রধান প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা ঃ সঞ্চালন, গ্রাহক হিসাব খাত, বিক্রয়, এবং প্রশাসনিক ও সাধারণ ব্যয়। গ্রাহক হিসাব ও বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যয়সমূহ প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানীর ব্যয়ের ক্ষেত্রে সামান্য ভূমিকাই পালন করে।

২.৩.৪.২.২.১। **সঞ্চালন ব্যয়**

সঞ্চালন ব্যয় দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ পরিচালন ও রক্ষাণাবেক্ষণ। পরিচালন ব্যয় নিম্নবর্ণিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথাঃ পরিচালন তদারকি ও প্রকৌশল, সিস্টেম কন্ট্রোল (system control) ও লোড ডিসপাচিং (load dispatching), স্কাডা ও টেলিকমিউনিকেসন (SCADA & Telecommunication) ব্যয়, কমপ্রেসর স্টেশন (compressor station) এর শ্রমিক ও ব্যয়, কমপ্রেসর স্টেশন (compressor station) এর জ্বালানী ও বিদ্যুৎ ব্যয়, সঞ্চালন পাইপের ব্যয়, মিটারিং ও রেগুলেটিং স্টেশনের ব্যয়, গ্যাস ম্যানিফোল্ড স্টেশন ব্যয়, ক্যাথডিক প্রটেকশন যন্ত্রপাতি ব্যয়, অন্যান্য ব্যয়, এবং ভাড়া। রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নিম্নবর্ণিত ব্যয়সমূহে বিভক্ত, যথাঃ রক্ষণাবেক্ষণ তদারকি ও প্রকৌশল, অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন, পাইপের রক্ষণাবেক্ষণ, কমপ্রেসর স্টেশন (compressor station) এর যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ, মিটারিং ও রেগুলেটিং স্টেশনের যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ, গ্যাস ম্যানিফোল্ড স্টেশনের যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ, স্কাডা ও টেলিকমিউনিকেসন (SCADA & Telecommunication) যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ, ক্যাথোডিক প্রটেকশন যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ।

২.৩.৪.২.২.২। **গ্রাহক হিসাব সংক্রান্ত ব্যয়**

গ্রাহক হিসাব সংক্রান্ত ব্যয় কেবলমাত্র পরিচালন ব্যয় হিসাবে বিবেচিত হয়। তদারকি, মিটার রিডিং, গ্রাহক রেকর্ড ও বিল আদায়, অনাদায়যোগ্য হিসাব, এবং গ্রাহক হিসাব সম্পর্কিত বিবিধ ব্যয় ইহার অন্তর্ভুক্ত।

২.৩.৪.২.২.৩। **বিক্রয় ব্যয়**

বিক্রয় ব্যয় কেবলমাত্র পরিচালন ব্যয় হিসাবে বিবেচিত হয়। তদারকি, বিক্রয়, বিজ্ঞাপন, এবং বিক্রয় সম্পর্কিত বিবিধ ব্যয় ইহার অন্তর্ভুক্ত।

২.৩.৪.২.২.৪। **প্রশাসনিক ও সাধারণ ব্যয়**

প্রশাসনিক ও সাধারণ ব্যয় দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা ঃ পরিচালন ব্যয় এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়; তবে এই ব্যয়ের বৃহদাংশই পরিচালন সংশ্লিষ্ট। পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে রহিয়াছেঃ প্রশাসনিক ও বেতন-ভাতাদি, অফিস সরবরাহ, হায়ার্ড সার্ভিসেস (hired services), সঞ্চালন পাইপলাইন ও স্থাপনা বীমা, সম্পত্তি বীমা, আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত কর্মচারীদের জন্য ব্যয়, কর্মচারীদের পেনশন ও অন্যান্য সুবিধা, ফ্রান্সাইজিং (Franchising), লাইসেন্স ফী, বিবিধ ব্যয়, এবং ভাড়া ইত্যাদি। রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত কেবলমাত্র সাধারণ প্লান্ট (plant)-এর রক্ষণাবেক্ষণ জনিত ব্যয়।

২.৩.৪.২.২.৫। **বৈদিশিক মুদ্রা বিনিময়ে হ্রাস-বৃদ্ধি (Foreign Currency Exchange Fluctuation)**

২.৩.৪.২.২.৫.১। আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মুদ্রার বিপরীতে বাংলাদেশ টাকার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে ঋণগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান রাজস্ব ক্ষতির সম্মুখীন হইতে পারে, কেননা ঋণ পরিশোধে সমপরিমাণ বৈদেশিক মূদ্রা স্থানীয় মুদ্রায় হিসাবভুক্ত করা হয়। যদিও ঋণ সম্পর্কিত, তবুও এই ক্ষতি ব্যয় হিসাবে গণ্য হইবে। ইহা নিম্নরূপে নির্ণীত হইবে, যথাঃ অর্থ বৎসরের শেষে প্রচলিত বিনিময় হার হইতে অর্থ বৎসরের শুরুতে প্রচলিত বিনিময় হার বিয়োগ করিতে হইবে, এবং বিয়োগফলকে উক্ত অর্থ বৎসরে পরিশোধিত ঋণের বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ দ্বারা গুণ করিতে হইবে। ইহা প্রশাসনিক ও সাধারণ ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

২.৩.৪.২.২.৫.২। যে সকল মালামাল ও যন্ত্রপাতি ইতোমধ্যে লাইসেন্সী হিসাবভুক্ত করিয়াছে উহাদের বিপরীতে ঋণ পরিশোধ জনিত বিনিময় হারের পাথর্ক্যের কারণে সেইসকল মালামাল ও যন্ত্রপাতির পুনরায় মূল্যায়ন করা যাইবে না, এবং বর্ণিত বিনিময় হারের পার্থক্য রেট নির্ণয়ের জন্য বিবেচিত হইবে না।

২.৩.৪.৩। **অবচয় (Depreciation)**

যাচাই বর্ষে ব্যবহৃত ও ব্যবহার্য সকল সম্পদের বার্ষিক মোট অবচয়ের পরিমাণ অবচয় ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

২.৩.৪.৪। **আয়কর ও অন্যান্য কর**

২.৩.৪.৪.১। লাইসেন্সী কর্তৃক প্রদত্ত কর একটি ব্যয় যাহা নিয়ন্ত্রিত সেবা (regulated services) প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক ব্যয় হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

২.৩.৪.৪.২। বাংলাদেশে সঞ্চালন লাইসেন্সীর পরিচালন দুই প্রকারের কর দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত যথা ঃ ভূমিকর ও আয়কর।

২.৩.৪.৪.২.১। কর্মচারীর বেতন বা ঠিকাদারের বিল হইতে যে অর্থ লাইসেন্সী সরকারকে প্রদানের জন্য কাটিয়া রাখে তাহা ট্যারিফ রেট নির্ধারণের উদ্দেশ্যে লাইসেন্সীর কস্ট অব সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। তবে উক্তরূপে কর্তিত অর্থের অতিরিক্ত কোন অর্থ লাইসেন্সী সরকারকে প্রদান করিলে তাহা সেবার ব্যয়ের একটি অংশ হিসাবে গণ্য হইবে। যদি লাইসেন্সী অন্য কোন কর পরিশোধ করে যাহা এই পদ্ধতিতে (methodology) আলোচিত হয় নাই কিন্তু যাহার প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালনের উপর রহিয়াছে, তাহা হইলে উহা কস্ট অব সার্ভিসের একটি অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

২.৩.৪.৪.২.২। ভূমিকর সঞ্চালিত গ্যাসের পরিমাণ দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হয় না, এবং সাধারণতঃ ইহা বিবিধ ব্যয় হিসাবে প্রদর্শিত হয়।

২.৩.৪.৪.২.৩। সাধারণ্যে অনুন্মুক্ত ব্যবসায়ের (not publicly traded) কোম্পানীর ক্ষেত্রে এবং সাধারণ্যে উন্মুক্ত ব্যবসায়ের (publicly traded) কোম্পানীর ক্ষেত্রে আয়কর ভিন্ন ভিন্ন নির্ধারিত হারে আদায়যোগ্য হয়। সঞ্চলন লাইসেন্সীর ক্ষেত্রে উল্লিখিত যে কোন একটি কোম্পানীর (not publicly traded/publicly traded) হার প্রযোজ্য হইবে, এবং যে হারটি প্রযোজ্য হইবে তাহার সমর্থনে ট্যারিফ রেট আবেদনপত্রে তথ্য-প্রমাণ থাকিতে হইবে।

২.৩.৪.৪.৩। বাংলাদেশে পণ্য আমদানীর সময় একজন লাইসেন্সী মূল্য সংযোজন কর (VAT), আমদানী শুল্ক ও অগ্রিম আয়কর প্রদান করে। আমদানীকৃত পণ্যের চালান মূল্যের উপর নির্ধারিত হারে অগ্রিম আয়কর আরোপ করা হয়।

২.৩.৪.৪.৩.১। আমদানীকৃত পণ্যের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর (VAT) ও আমদানী শুল্ক সম্পদ বা পণ্যের সংগ্রহ ব্যয়ের একটি অংশ, তাই উহা উক্ত সম্পদ বা পণ্যের সংগ্রহ মূল্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই মূল্যই অবচয় এবং রিটাণ অন অ্যাসেটস (Return on Assets) নির্ধারণে ব্যবহৃত হইবে।

২.৩.৪.৪.৩.২। যদি লাইসেন্সী কোন ক্রয়কৃত পণ্যের উপর মূল্য সংযোজন কর (VAT) প্রদান করে, তাহা হইলে উহা, ট্যারিফ রেট নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, উক্ত পণ্যের সংগ্রহ ব্যয়ের অংশরূপে সম্পদ বা পণ্যের প্রদর্শিত ব্যয় (book cost) এর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

২.৩.৪.৪.৪। আমদানীকৃত পণ্যের উপর অগ্রিম আয়কর প্রদান ছাড়াও, লাইসেন্সী কর্তৃক সরকারকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রাক্কলিত অগ্রিম আয়কর প্রদান করিতে হয়। লাইসেন্সী সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের জন্য করের একটি প্রাক্কলন প্রস্তত করে। লাইসেন্সীর দায়িত্ব করের একটি নির্ধারিত অংশ অগ্রিম প্রদান করা। প্রত্যেক তিন মাস পর পর, লাইসেন্সী বিগত তিন মাসের প্রকৃত আয় ও করের

দায়ের ভিত্তিতে পরবর্তী তিন মাসের প্রাক্কলন সমন্বয় করে। অর্থ বৎসর শেষে, প্রদেয় আয়করের সহিত ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রদত্ত অগ্রিম আয়কর এবং পণ্য আমদানীর সময় প্রদত্ত অগ্রিম আয়কর সমন্বয় করিয়া নীট প্রদেয় আয়কর সরকারকে প্রদান করিতে হয়। যদি অগ্রিম প্রদত্ত আয়করের মোট পরিমাণ একই অর্থ বৎসরে সরকারের প্রাপ্য আয়করের পরিমাণের অধিক হয়, তাহা হইলে অতিরিক্ত আয়কর প্রদান করিতে হয় না, এবং অগ্রিম প্রদত্ত আয়করের উদ্বৃত্ত অংশ পরবর্তী অর্থ বৎসরের হিসাবে স্থানান্তরিত হয়। অগ্রিম আয়কর একটি অগ্রিম-প্রদান (prepayment) এবং উহার একটি অংশ রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল (regulatory working capital) অন্তর্ভুক্ত হইবে, যেরূপ উপরে চলতি মূলধন অংশে বর্ণিত হইয়াছে।

২.৩.৪.৪.৫। কোন যাচাই বর্ষে ট্যারিফ রেট নির্ধারণের জন্য ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত আয়করের পরিমাণ হইবে ঐ যাচাই বর্ষের জন্য প্রযোজ্য এবং বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত আয়করের প্রকৃত পরিমাণ।

সুতরাং, কোন যাচাই বর্ষে ট্যারিফ রেট নির্ধারণের উদ্দেশ্যে অন্তর্ভুক্ত করসমূহ নিম্নরূপঃ

করসমূহ = ভূমিকর + প্রদত্ত আয়কর

২.৩.৫। সুপারিশকৃত বার্ষিক পরিচালন রাজস্ব চাহিদা (Recommended Annual Operating Revenues Requirement)

২.৩.৫.১। সুপারিশকৃত বার্ষিক পরিচালন রাজস্ব চাহিদার পরিমাণ হইবে প্রস্তাবিত রিটার্ণ অন রেট বেজ (return on rate base) এবং চলতি বৎসরের অবচয় ও করসহ মোট পরিচালন ব্যয়ের সমষ্টি, যাহা নিম্নবর্ণিত সূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছেঃ

সুপারিশকৃত বার্ষিক পরিচালন রাজস্ব চাহিদা = প্রস্তাবিত রিটার্ণ অন রেট বেজ + পরিচালন ব্যয়

২.৩.৫.২। লাইসেন্সী যাহাতে রাজস্ব চাহিদা অর্জন করিতে পারে তজ্জন্য রাজস্ব বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে উপরে বর্ণিত সুপারিশকৃত বার্ষিক পরিচালন রাজস্বের পরিমাণকে চলতি পরিচালন রাজস্বের সহিত তুলনা করা হয়।

২.৩.৬। মোট চলতি পরিচালন রাজস্ব (Total Current Operating Revenue)

২.৩.৬.১। মোট চলতি পরিচালন রাজস্ব নিম্নবর্ণিত আয়সমূহের সমষ্টি, যথাঃ সঞ্চালন সেবা বাবদ রাজস্ব, প্রদত্ত অন্যান্য সেবা হইতে আয়, সুদ বাবদ আয়, এবং বিবিধ আয়, যাহা নিম্নবর্ণিত সূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছেঃ

মোট চলতি পরিচালন রাজস্ব = সঞ্চালন + অন্যান্য সেবা + সুদ + বিবিধ

২.৩.৭। প্রস্তাবিত রাজস্ব-বৃদ্ধি (Proposed Revenue Increase)

২.৩.৭.১। চলতি পরিচালন রাজস্ব ও সুপারিশকৃত পরিচালন রাজস্বের মধ্যে যে পরিমাণ রাজস্বের পার্থক্য তাহাই প্রস্তাবিত রাজস্ব-বৃদ্ধি। এই রাজস্ব-বৃদ্ধি ট্যারিফ রেট বৃদ্ধি করিয়া অর্জিত হয় যাহা লাইসেন্সীকে সুপারিশকৃত রেট অব

রিটার্ণ (rate of return) অর্জন এবং পরিচালন ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল লাভের সুযোগ প্রদান করে। নিম্নের সূত্রে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছেঃ

প্রস্তাবিত রাজস্ব-বৃদ্ধি = সুপারিশকৃত পরিচালন রাজস্ব - চলতি রাজস্ব

২.৩.৭.২। উল্লিখিত প্রস্তাবিত রাজস্ব-বৃদ্ধির উপর আয়কর প্রযোজ্য। সেই কারণে উক্ত প্রস্তাবিত রাজস্ব বৃদ্ধি চলতি রাজস্বের সহিত সরাসরি যোগ করিয়া বাস্তবায়ন করা হইলে লাইসেন্সী সুপারিশকৃত পরিচালন রাজস্ব লাভে ব্যর্থ হইবে। ভবিষ্যতে প্রাপ্য রাজস্ব বর্ধিত করের সমপরিমাণ কম হইবে। সুতরাং, লাইসেন্সী যাহাতে সুপারিশকৃত রাজস্বের সম্পূর্ণটাই অর্জন করিতে পারে তজ্জন্য রাজস্ব-বৃদ্ধির পরিমাণ কিছুটা বাড়াইয়া (grossed up) হিসাব করিতে হইবে। বর্ধিত কর হিসাবে ধরিয়া উক্ত রাজস্ব-বৃদ্ধির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করিতে হইবে। এইজন্য একটি রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর (revenue conversion factor) তৈরী করা হইয়াছে, যাহা দ্বারা প্রস্তাবিত রাজস্ব বৃদ্ধি নির্ণয় করা সম্ভব হইবে।

২.৩.৭.২.১। উল্লিখিত রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর একটি সূত্র দ্বারা নির্ণয় করা হয়। উক্ত সূত্র অনুযায়ী "১" সংখ্যাকে, অপর একটি "১" সংখ্যা হইতে প্রযোজ্য আয়কর হার বিয়োগ করিয়া যে বিয়োগফল পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা ভাগ করা হয়, যেরূপ নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর = ১ ÷ (১ - আয়কর হার)

২.৩.৭.২.২। এইভাবে কনভারশন ফ্যাক্টর নির্ণয়ের পর উহা দ্বারা প্রস্তাবিত রাজস্ব-বৃদ্ধির পরিমাণকে গুণ করিয়া সুপারিশকৃত রাজস্ব-বৃদ্ধি পাওয়া যাইবে, যাহা নিম্নরূপে প্রদত্ত হইল ঃ

সুপারিশকৃত রাজস্ব-বৃদ্ধি = প্রস্তাবিত রাজস্ব-বৃদ্ধি X রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর

২.৩.৮। **মোট সুপারিশকৃত রাজস্ব চাহিদা (Total Recommended Revenue Requirement)**

মোট সুপারিশকৃত রাজস্ব চাহিদা হইতেছে চলতি রাজস্ব এবং সুপারিশকৃত রাজস্ব-বৃদ্ধির সমষ্টি, যেরূপ নিম্নের সূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে ঃ

সুপারিশকৃত রাজস্ব চাহিদা = মোট চলতি রাজস্ব + সুপারিশকৃত রাজস্ব-বৃদ্ধি

২.৪। **অভিন্ন সঞ্চালন রেট**

২.৪.১। ঘনমিটারকে এক ইউনিট ধরিয়া বার্ষিক সঞ্চালিত গ্যাসের মোট ইউনিট সংখ্যা দ্বারা সুপারিশকৃত রাজস্ব চাহিদাকে ভাগ করিলে যে ভাগফল পাওয়া যাইবে তাহাই হইবে অভিন্ন সঞ্চালন রেট। নিম্নের সূত্রে ইহা প্রদর্শিত হইল ঃ

সঞ্চালন রেট = সুপারিশকৃত রাজস্ব চাহিদা ÷ বার্ষিক সঞ্চালিত গ্যাসের পরিমাণ।

৩। **হিসাবের উদাহরণ ও সূত্রসমূহের সার-সংক্ষেপ**

৩.১। এই পদ্ধতি (methodology) অনুযায়ী অভিন্ন সঞ্চালন রেটের একটি সামগ্রিক হিসাবের উদাহরণ ব্যাখ্যাসহ **পরিশিষ্ট 'ক'** তে প্রদান করা হইয়াছে।

৩.২। এই পদ্ধতিতে (methodology) বর্ণিত সঞ্চালন ট্যারিফ পদ্ধতির (methodology) সূত্রসমূহের সার-সংক্ষেপ **পরিশিষ্ট 'খ'** তে প্রদান করা হইয়াছে।

পরিশিষ্ট ‘ক’

অভিন্ন সঞ্চালন রেট

(Uniform Transmission Rate)

[তফসিলের অনুচ্ছেদ ৩.১ দ্রষ্টব্য]

নিম্নে সেবা সংক্রান্ত ব্যয়ের (Cost of Service) একটি নমুনা হিসাব সার-সংক্ষেপ প্রদত্ত হইল, ইহাতে সেবার ব্যয় (Cost of Service) কিভাবে চূড়ান্ত সুপারিশ প্রণয়নে ভূমিকা রাখে উহার একটি নির্বাহী সার-সংক্ষেপ পাওয়া যাইবে। পরে আরও বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হইয়াছে, যাহা হইতে এই নমুনা হিসাবে ব্যবহৃত অংকসমূহ সম্পর্কে জানা যাইবে।

সেবার ব্যয়ের নমুনা হিসাব সার-সংক্ষেপ		
১। **রেট বেজ** (Rate Base)		
সেবায় ব্যবহৃত সঞ্চালন সম্পদ (Transmission Assets in Service)	টাঃ	২৪,২৫০,০০০,০০০
রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল	টাঃ	১৭২,০০০,০০০
পুঞ্জীভূত অবচয়	টাঃ	-৭,৭৬০,০০০,০০০
মোট রেট বেজ	টাঃ	১৬,৬৬২,০০০,০০০
২। **প্রস্তাবিত রেট অব রিটার্ণ** (Rate of Return) **(দশমিক)**		০.১
৩। প্রস্তাবিত রিটার্ণ অন **রেট বেজ** (Proposed Return on Rate Base)	টাঃ	১,৬৬৬,২০০,০০০
৪। **পরিচালন ব্যয়**		
মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	টাঃ	৪৬০,০৫০,০০০
অবচয় (যাচাই বর্ষ)	টাঃ	৮৫৩,০০০,০০০
আয়কর ব্যতীত অন্যান্য কর	টাঃ	৫০,০০০,০০০
আয়কর প্রদানের পূর্বে মোট পরিচালন ব্যয়	টাঃ	১,৩৬৩,০৫০,০০০
আয়কর (৩৭.৫%)	টাঃ	৩২,০০০,০০০
মোট পরিচালন ব্যয়	টাঃ	১,৩৯৫,০৫০,০০০
৫। **সুপারিশকৃত পরিচালন রাজস্ব** (Recommended Operating Revenue)	টাঃ	৩,০৬১,২৫০,০০০
৬। **চলতি পরিচালন** রাজস্ব (Current Operating Revenue)		
সঞ্চালন সেবা বিক্রয় (Transmission Service Sales)	টা ঃ	২,৬০০,০০০,০০০
প্রদত্ত সেবা হইতে আয়	টা ঃ	৬,০০০,০০০
সুদ বাবদ আয়	টা ঃ	৭৫,০০০,০০০
বিবিধ রাজস্ব আয়	টা ঃ	০
মোট চলতি পরিচালন রাজস্ব	টা ঃ	২,৬৮১,০০০,০০০
৭। **প্রস্তাবিত রাজস্ব-বৃদ্ধি**	টা ঃ	৩৮০,২৫০,০০০
৮। **রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর (Revenue Conversion Factor)**		১.৬
৯। **সুপারিশকৃত রাজস্ব-বৃদ্ধি**	টা ঃ	৬০৮,৪০০,০০০
১০। **মোট সুপারিশকৃত রাজস্ব চাহিদা**	টা ঃ	৩,২৮৯,৪০০,০০০
১১। **সঞ্চালিত গ্যাসের পরিমান (ঘন মিটার)**		৮,৮৬৪,০০০,০০০
প্রস্তাবিত সঞ্চালন রেট (টাঃ প্রতি ঘন মিটার) ঃ		০.৩৭১

হিসাবের সাধারণ ব্যাখ্যা

হিসাব ১

এই উদাহরণ অনুযায়ী, কোম্পানীর অবকাঠামোগত সম্পদের প্রকৃত ব্যয় এবং রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এর সমষ্টি কোম্পানীর সম্পদ। অতঃপর উহা হইতে অবকাঠামোগত সম্পদের পুঞ্জীভূত অবচয় বিয়োগ করা হইয়াছে। এইভাবে প্রাপ্ত সম্পদের অবশিষ্ট মূল্যই হইল অবকাঠামোগত সম্পদের নীট প্রদর্শিত মুল্য (book value)। রিটার্ণ অন অ্যাসেটস (Return on Assets) নিরূপণের জন্য ইহাকেই হিসাবের ভিত্তি ধরা হয়। সম্পদে (Assets) আর কি কি অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এই পদ্ধতিতে (methodology) অন্যত্র করা হইয়াছে।

হিসাব ২

এই উদাহরণের জন্য একটি আনুমানিক রেট অব রিটার্ণ (rate of return) ধরা হইয়াছে। রেট নিরূপণের উদ্দেশ্যে কোন রেগুলেটরী ব্যবস্থাপনায়, রেট বেজ (rate base) এর উপর রেট অব রিটার্ণ একটি সামগ্রিক আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ফল। এই রিটার্ণ প্রয়োগ দ্বারা প্রাপ্ত চূড়ান্ত রেট গ্রাহক এবং ভোক্তার জন্য যতদূর সম্ভব সহায়ক হইবে; কারণ এই রেট নির্ধারণ প্রক্রিয়ায়, ব্যবহৃত হিসাব-রক্ষণ ও আর্থিক নীতিমালা অনুযায়ী ইহাই হইবে সম্ভাব্য সর্বনিম্ন ব্যয়। সঞ্চালন কোম্পানীর নিকটও ইহা যতদূর সম্ভব সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হইবে উহার নির্ভরযোগ্য প্রাকৃতিক গ্যাস সেবা প্রদানে সক্ষমতার জন্য এবং ইহার ফলে উহার ব্যয় পুনরুদ্ধার, সঞ্চালন ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জিত হইবে। আয় যুক্তিসঙ্গতভাবে পর্যাপ্ত হইবে, ফলে কোম্পানীর অর্থিক স্বচ্ছলতায় আস্থা অর্জিত হইবে এবং জনগণের প্রতি উহার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ লাভে সক্ষম হইবে। রেট অব রিটার্ণ নির্ধারণে এই পদ্ধতির (methodoloty) অন্যত্র আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

হিসাব ৩

সম্পদের সমষ্টি হইতে পুঞ্জীভূত অবচয় বিয়োগের পর অবশিষ্ট সম্পকে হিসাব ২ এ বর্ণিত রেট অব রিটার্ণ দ্বারা গুণ করা হয়। ইহাতে কোয়ালিফাইং রেট বেজের উপর প্রস্তাবিত রিটার্ণ পাওয়া যায়। সম্পদে বিনিয়োগের ভিত্তিতে কোন প্রতিষ্ঠানকে এই পরিমাণ আয় অর্জন করিতে দেওয়া যায়।

হিসাব ৪

এখানে সকল ব্যয় যোগ করা হইয়াছে। সাধারণ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ছাড়াও করকেও একটি ব্যয়ের হিসাবে ধরা হইয়াছে। অন্যান্য পরিচালন ব্যয়ের ন্যায় আয়করও ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত যেহেতু ইহাও কোম্পানীর একটি ব্যয়। সেবার এইরূপ ব্যয় বিশ্লেষণের অন্যতম উদ্দেশ্য এমন একটি রেট নির্ধারণ করা যাহা সকল ব্যয় সঙ্কুলান করিবে এবং তদতিরিক্ত পরিচালন তহবিলেরও যোগান দিবে যাহা সঞ্চালন ব্যবস্থার সম্প্রসারণে ব্যবহার করা যাইবে এবং পরিচালনে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখার জন্য বিনিয়োগকারীদের মূলধন যোগান দিবে।

হিসাব ৫

হিসাব ৩ এ হিসাবকৃত রিটার্ণ অন রেট বেজে এবং হিসাব ৪ এ হিসাবকৃত পরিচালন ব্যয়ের সমষ্টি যোগ করিয়া সুপারিশকৃত পরিচালন রাজস্ব হিসাব করা হয়। এই পরিমাণ রাজস্বই কোম্পানীর এই মূহূর্তে প্রাপ্য।

হিসাব ৬

এই হিসাবে সকল চলতি রাজস্ব যোগ করা হইয়াছে।

হিসাব ৭

এখানে হিসাব ৬ এ হিসাবকৃত চলতি রাজস্ব হিসাব ৫ এ হিসাবকৃত সুপারিশকৃত রাজস্ব হইতে বিয়োগ করা হইয়াছে এবং এই বিয়োগফলই হইতেছে সুপারিশকৃত রাজস্ব অর্জনের জন্য চলতি রাজস্ব যে পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন সেই পরিমাণ।

হিসাব ৮

এখানে একটি রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর (revenue conversion factor) নির্ণয় করা হইয়াছে। ইহার সূত্রটি হইতেছে "১" সংখ্যাকে অপর একটি "১" সংখ্যা হইতে প্রযোজ্য আয়কর হার বিয়োগের পর বিয়োগফল দ্বারা ভাগ করা। প্রদত্ত উদাহরণে হিসাবটি এইরূপে করা হইয়াছেঃ ১÷(১ - ০.৩৭৫), যাহা ১.৬ এর সমান, আয়কর হার ধরা হইয়াছে ৩৭.৫%। এইরূপ হিসাব করার কারণ এই যে, হিসাব ৭ এ হিসাবকৃত রাজস্ব বৃদ্ধি যদি আয়ের অংশরূপে প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে উহার উপরও আয়কর প্রযোজ্য হইবে ফলে কোম্পানী কর পরিশোধের পর সুপারিশকৃত রাজস্ব-বৃদ্ধি লাভ করিতে পারিবে না। সুতরাং, রাজস্ব-বৃদ্ধিকে করের সহিত সমন্বয় সাধন প্রয়োজন (grossed up), যাহাতে কর পরিশোধের পর প্রাপ্ত নীট রাজস্ব সুপারিশকৃত রাজস্ব-বৃদ্ধির সমান হয়।

হিসাব ৯

এখানে হিসাব ৭ এর প্রস্তাবিত রাজস্ব বৃদ্ধিকে হিসাব ৮ এ নির্ণীত রেভিনিউ করভারশন ফ্যাক্টর দ্বারা গুণ করা হইয়াছে।

হিসাব ১০

এখানে হিসাব ৬ এর চলতি রাজস্বকে হিসাব ৯ এর প্রস্তাবিত রাজস্ব বৃদ্ধির সহিত যোগ করা হইয়াছে এবং ইহা হইতে মোট রাজস্ব চাহিদার পরিমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইহাই মোট রাজস্ব পরিমাণ যাহা সঞ্চালন কোম্পানীর সকল ব্যয় সঙ্কুলান ও সম্পদের উপর আয় অর্জনের জন্য আরোপিত রেট হইতে অর্জিত হওয়া প্রয়োজন।

হিসাব ১১

এখানে সঞ্চালন ব্যবস্থায় পরিবাহিত গ্যাসের বার্ষিক মোট পরিমাণ ঘনমিটারে হিসাব করা হইয়াছে।

হিসাব ১২

এখানে হিসাব ১০ এ হিসাবকৃত রাজস্ব চাহিদা হিসাব ১১ এ প্রদর্শিত সঞ্চালিত গ্যাসের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করা হইয়াছে এবং ইহা হইতে প্রতি ঘনমিটারের রেট পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাই হইবে সঞ্চালন কোম্পানী কর্তৃক উহার গ্রাহকদের উপর আরোপযোগ্য রেট।

এই উদাহরণটি একটি মোটামুটি হিসাব, তবে ইহাতে সঞ্চালন রেট নিরূপণের প্রধান স্তরসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ধারণা করা হয় যে, গ্রাহকদের সকলে একইরূপ সঞ্চালন রেট লাভ করিবে এবং উক্ত রেট সঞ্চালনের দূরত্ব নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রে একইরূপ হইবে।

পরিশিষ্ট ‘খ’

সঞ্চালন ট্যারিফ পদ্ধতির (methodology) সূত্রসমূহের সার-সংক্ষেপ

[তফসিলের অনুচ্ছেদ ৩.২ দ্রষ্টব্য]

নিম্নে বর্ণিত সূত্রসমূহ ব্যবহার করিয়া একটি ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ নির্ধারিণ করা যায়। এই ফর্মুলাসমূহের প্রয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এই পদ্ধতিতে (methodology) ইতোমধ্যে আলোচিত হইয়াছে।

ফর্মুলাসমূহ ঃ

মোট বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা = রিটার্ণ অন রেট বেজ + মোট ব্যয়

রেট বেজ = ব্যবহৃত ও ব্যবহারযোগ্য সম্পদের অবচয়িত মূল্য + রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল

ট্রান্সমিশন রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল = নগদ চলতি মূলধন + মওজুত মালামাল ও সরবরাহ + অগ্রিম প্রদান

নগদ চলতি মূলধন = ১/৬ X (বার্ষিক পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়)

মওজুত মালামাল ও সরবরাহ = (মওজুত মালামাল ও সরবরাহ বার মাসের মোট মুল্য)/১২

$$\text{অ্যাভারেজ কস্ট অব ক্যাপিটাল} = \frac{[(\text{ইকুইটি মূলধন X ইকুইটির শতকরা হার}) + (\text{ঋণ মূলধন X ঋণের শতকরা হার})]}{(\text{ইকুইটি মূলধন + ঋণ মূলধন})}$$

$$\text{ইকুইটির শতকরা হার} = \frac{[(\text{কমন স্টক পরিমাণ X লভ্যাংশের হার}) + (\text{অবশিষ্ট ইকুইটির পরিমাণ X নন-স্টক রেট})]}{(\text{কমন স্টক পরিমাণ + অবশিষ্ট ইকুইটি পরিমাণ})}$$

$$\text{ঋণের হার \%} = \frac{[(\text{দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ X ঋণের হার}) + (\text{প্রেফার্ড স্টক পরিমাণ X লভ্যাংশের হার})]}{(\text{দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ + প্রেফার্ড স্টক পরিমাণ})}$$

মোট ব্যয় = পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় + অবচয় + আয়কর ও অন্যান্য কর

সুপারিশকৃত পরিচালন রাজস্ব = প্রস্তাবিত রিটার্ণ অন রেট বেজ + পরিচালন ব্যয়

মোট চলতি পরিচালন রাজস্ব = সঞ্চালন + অন্যান্য সেবা + সুদ+ বিবিধ

প্রস্তাবিত রাজস্ব বৃদ্ধি = সুপারিশকৃত পরিচালন রাজস্ব - চলতি রাজস্ব

রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর = ১ / (১ - আয়কর হার)

সুপারিশকৃত রাজস্ব বৃদ্ধি = প্রস্তাবিত রাজস্ব বৃদ্ধি X রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর

সুপারিশকৃত রাজস্ব চাহিদা = মোট চলতি রাজস্ব + সুপারিশকৃত রাজস্ব বৃদ্ধি

সঞ্চালন রেট = সুপারিশকৃত রাজস্ব চাহিদা / বার্ষিক সঞ্চালিত গ্যাস ইউনিটের পরিমাণ*

*** অভিন্ন রেট ও সেবার মান বিবেচনায়।**

কমিশনের আদেশক্রমে,

সৈয়দ ইউসুফ হোসেন
চেয়ারম্যান।